গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন বোর্ড,
২য় তলা সরকারী ভবন, ৮ম তলা
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নম্বর-৬-৩৬/৮৭(অংশ)৪৭৩(১২৮)

তারিখঃ ১১/৪/৮৭ ইং
২৭শে চৈত্র, ১৩৯৩ বাং।

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ....।

বিষয় ঃ দেওয়ানী আদালতের রায় মোতাবেক খাসজমি সংক্রান্ত নামজারী কার্যক্রম প্রসংগে।

নামজারী কার্যক্রম সংক্রান্ত আপীল/রিভিশন মামলা নিষ্পত্তি প্রসংগে ভূমি প্রশাসন বোর্ড গভীর উদ্বেগের সংগে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কালেক্টরের ১নং খাস খতিয়ানভুক্ত জমি, জলা ইত্যাদি সাবেক জমিদার প্রদত্ত হাত-চিটা, দলিল ইত্যাদির ভিত্তিতে বেআইনী দখলদারগণ দেওয়ানী আদালতে স্বত্ব ঘোষণার মামলা দায়ের করিয়া প্রায় ক্ষেত্রে একতরফা ডিক্রী লাভ করিতেছে এবং ঐ ডিক্রীর ভিত্তিতে উপজেলা রাজস্ব অফিসে নামজারীর আবেদন করিয়া রেকর্ড-অব-রাইট সংশোধন করিয়া লইতেছে। নামজারীর আবেদন বিবেচনাকালে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মূল দেওয়ানী মামলায় কালেক্টরকে পক্ষভুক্ত করা হয় নাই বা পক্ষভুক্ত করা হইলেও সমনাদি যথারীতি জারী না করা জনিত ও অন্যন্য কারণে তদবীরের অভাবে মামলায় একতরফা ডিক্রী হইয়া গিয়াছে।

২। ডিক্রীর পরেও নির্দিষ্ট সময়মীমার মধ্যে সরকার পক্ষে আপীল দায়ের না করায়, সরকারের দাবী তামাদি হইয়া গিয়াছে। যেহেতু বেআইনী দখলদারের অনুকূলে প্রদত্ত ডিক্রী রদ বা পরিবর্তন করার কোন ব্যবস্থা লওয়া হয় নাই সেহেতু সরকারের খাসজমিতে একতরফা ডিক্রীমূলে অন্যের স্বত্ব-দখল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এইভাবে সরকারের খাসজমি/জলামহালসহ সায়রাতমহাল ইত্যাদি বেহাত হইয়া যাইতেছে।

৩। বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া সরকারী খাস সম্পত্তি বেআইনী দখলদার কর্তৃক বেআইনীভাবে আত্মসাত করার প্রয়াস বন্ধ করার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য এতদ্বারা নির্দেশ প্রদান করা হইলঃ

ক) দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী (একতরফা বা কনটেস্টেড) মূলে কোন স্থাবর সম্পত্তির নামজারীর/রেকর্ড-অব-রাইট পরিবর্তনের আবেদন পাওয়ার পর উপজেলা রাজস্ব অফিসার ১নং খাস খতিয়ান রেজিষ্টার নিরীক্ষা/ পর্যালোচনা করিয়া এই সম্পত্তি মূলে খাসজমি ছিল কিনা যাচাই করিয়া তাঁহার সুস্পষ্ট মতামত লিপিবদ্ধ করিবেন।

খ) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি খাস খতিয়ানভুক্ত সরকারী জমি বা সায়রাতমহাল হইয়া থাকিলে তৎক্ষণাৎ উপজেলা রাজস্ব অফিসার ঐ মামলায় সরকারকে পক্ষ করা হইয়াছে কিনা বা করা হইয়া থাকিলেও একতরফা ডিক্রী হইয়াছিল কিনা তাহা অনুসন্ধান করিবেন এবং উচ্চতর আদালতে আপীল দায়ের করা বা রেকর্ড-অব-রাইট সংশোধন বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ চাহিয়া অতিরিক্ত জোলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর নিকট নথি প্রেরণ করিবেন।

গ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সরকারী উকিলের সহিত পরামর্শ করিয়া আপীল দায়ের ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন। আপীল দায়ের করার সময়সীমার মধ্যে আপীল দায়ের বা বিলম্ব মওকুফের জন্য আদালতে আবেদন করিবেন। তাহা না হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ দায়ী থাকিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক তদন্ত করিয়া দায়ী কর্মকর্তাগণ চিহ্নিত করিবেন এবং শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ সম্পর্কে তাঁহার মতামতসহ ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি প্রশাসন বোর্ডের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

ঘ) কোন ক্ষেত্রে আপীল দায়ের করার সময়সীমা শেষ হইয়া থাকিলে সম্পূর্ণ বিষয়টি ব্যাখ্যা করিয়া এবং তামাদির কারণ বর্ণনা করিয়া সরকারী উকিলের মতামতসহ জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) অনতিবিলম্বে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন বোর্ডে নিকট প্রেরণ করিবেন। বোর্ড ভূমি মন্ত্রণালয়/আইন মন্ত্রণালয়ের সহিত পরামর্শক্রমে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

ঙ) সংশ্লিষ্ট জমি বাস্তবপক্ষে খাসজমি না হইলে উপজেলা বাজস্ব অফিসার নামজারী/ রেকর্ড-অব-রাইট সংশোধনের আবেদন আইনানুগভাবে নিষ্পত্তি করিবেন।

চ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দেওয়ানী মামলা শাখার কার্যকলাপের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শাখাটি নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করিয়া দেওয়ানী মামলার রেজিষ্টার সংরক্ষণ, আদালতের নিকট সময়মত লিখিত জবাব প্রেরণ, মামলার তারিখ নোট করা এবং ফলাফল লিপিবদ্ধ করার কাজ নিয়মিত সম্পাদন সম্বন্ধে জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) নিশ্চিত করিবেন।

৪। এই নির্দেশাবলী সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাইয়া তাহা যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইল। এ বিষয়ে কোন জটিলতা বা সন্দেহের উদ্রেক হইলে তাহা অবিলম্বে অত্র বোর্ডকে অবহিত করিতে হইবে।

স্বা/- (মোঃ আকবর হোসেন)
চেয়ারম্যান,
ভূমি প্রশাসন বোর্ড।

স্মারক নং-৬-৩৬/৮৭(অংশ) (৭)

তারিখঃ ১১/৪/৮৭ইং
২৭শে চৈত্র, ১৩৯৩ বাং।

সদয় অবগতি/প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হইলঃ
১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মেম্বার-১/২, ভূমি প্রশাসন বোর্ড।
৩। কমিশনার, ...বিভাগ।

স্বা/- (মোঃ আবদুর রউফ)
সচিব,
ভূমি প্রশাসন বোর্ড।